



## "অপদার্থ"

ড. আশিস কুমার সিংহ

হঠাৎপড়ে গিয়ে মায়ের কোমর ভেঙ্গে গেলো। যে মা সাংসারিক কাজ-কর্ম আর ছোটোছুটির মধ্যে থাকতেন, তিনি পুরোপুরি পরাশ্রিত হয়ে পড়লেন। একেবারে বিনা নোটিশে। এক/আধ মাস নয়, বছরে পর বছর চলেছে এই একই একঘেয়ে অবস্থা। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অসুবিধে আর যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কন্মার লক্ষ নেই। ইতিমধ্যে আমার আমার কলেজের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মায়ের দেখাশুনো করার কাজটি আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এভাবে একেবারে শয্যাশয়ী-অবস্থা থাকাটা মায়ের একেবারে পছন্দ নয়, কিন্তু তিনি নিরুপায়। সেবা-যত্ন তাঁকে নিতে হচ্ছেই। বার-বার তাঁর সেই একই কাতরোক্তি-অনেক দিন হয়ে গেলো, তোর জন্ম কিছুই করতে পারি না। অন্যদিকে আমাকে নিয়ে তুই নিজেই বিরাট অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেলি...। আমি বলতাম-বাদ দাও তো এসব কথা। এই ধরনের কথা বলতে নিই। হঠাৎমা সেদিন বলে বসলেন-তুই তো আমি যা করেছি সেগুলো সব শোধ করে দিলি-সে কি? মাতৃ ঋণ শোধ! তাও কি সম্ভব? না.....না... হতে পারে না। কিংবা হবেও বা! তবে শূনে ভালো লাগলো। সেদিন নিজেকে বেশ ফোলা-ফোলা বলে মনে হচ্ছিল। তবে সত্যি বলতে কি, মায়ের এই কথাগুলো মনে করেও তৃপ্তি পেতাম। তারপর এইতো সেদিন-অন্যান্য বছরের মতো এবারেও নতুন পাঁজিটা মায়ের হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ সেটাকে আপন মনে নাড়া-চাড়া করে মা সেটা এক পাশে রেখে ধরা গলায় বললেন, পাঁজি তো প্রতিবারই তুই কিনে দিস, তবে তফাৎটা হ'ল এই যে প্রতিবার অস্তুতঃ আবছা হলেও কিছু-কিছু তো দেখতে পেতামই কিন্তু এবার কিছু দেখতেই পেলাম না। দুটো চোখই গেছে.....।

মায়ের কথাগুলো বুকে ঘা মারলো। মুহূর্তেই আমি কেমন যেন অপরাধী গোছের হয়ে গেলাম। মায়ের চোখ দুটো অপারেশন অরাতে হবে,



একথা কয়েকবার মনে হয়েছিল। দু-একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। নানা বাধা আর অসুবিধের জন্য অপারেশন করানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি, এটা সঠিক-ভাবে বাধা বা অসুবিধে যাই থাকুক না কেন, অপারেশনটা যে করানো হয় নি-এই তার চেয়ে অনেক অনেক বড় সঠিক।

আমি পারিনি।

নাহ, আমি পারি নি।

আমার আত্ম প্রসাদের ভাবটা মুহূর্তেই কর্পূরের মতো উড়ে গেলো।  
গ্যাসে ফোলা বেমুন একটা ছুঁচলো পিনের ছোঁয়ায় নিমেষেই চুপ্সে গেলো।

বোকার মত মাথা নীচু করে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।



Dr. Ashish Kumar Sinha  
Asso. Professor  
Madhupur College Madhupur  
Madhupur, (Deoghar)  
S.K.M.U. Dumka  
Mob: 09431778577

## **WORTHLESS**

All on a sudden, hip-joint of my mother cracked due to an awkward fall, it happened without any warning. Mother used to keep herself engaged in household chores but now she had to depend completely on others. Not to speak of months, mother suffered for quite a few years at a stretch. With the passage of time, pain as well as other complications registered growth; no indication of relief was there. In the meantime, I have retired from college-service. I have taken up the job of supervising mother's nursing voluntarily. I had the feeling that mother did not like to be bed-ridden at all but she was helpless. She had to accept nursing done by others. She used to lament that she could not do anything for me for a long time and on the other hand, I had been put into great inconvenience. I urged upon mother not to utter such words, those utterances defy and logic. Surprisingly, mother told me the other day “you have repaid what I have done for your”. My God! Repayment of indebtedness to mother! Is it possible? No, it can't be so. Again I thought that it might be. I was pleased to hear those words. I felt elated. To be precise, those words whenever recollected gave me satisfaction.

Another day, I handed over a fresh Almanac to her as I did in the yesteryears. She turned a few pages and kept it aside. She spoke in a choked voice you have been buying Almanac for me regularly but now there is a difference. Previously I could read somehow with feeble vision; but this time I could not make out anything: Vision has gone out of both the eyes;



Mother's words hit me in the heart. Momentarily, I felt guilty, occasionally I had inferred that mother needed surgery on her eyes. I had consulted doctors too but surgery could not be arranged due to some hindrances. It remains the fact that surgery was not done.

I failed. Yes, I failed. My complacency evaporated like camphor. A pumped-up gas ballon fell flat at the stroke of a sharp pin.

Then, I was standing there with my head down like a stupid.

(Translated by Sri ApurbaGhosh, Jalpaiguri, West Bengal from Bengali in original)